Re. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : VI Issue : III, 15th June , 2017 জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

কাজীনজরুল ইসলাম
আবির্ভাব - ১১জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬
তিরোধান - ১২ভাদ্র, ১৩৮৩

ডাঃ হেনরী নর্মাণ বেথুনের জন্মদিন ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডাঃ মৃগেন্দ্র নাথ গাঁতাইত

বিদ্রোহী

বল বীর —
বল উন্নত মম শির,
শির নোহারি' আমারি নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির।
বল বীর —
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর।
বল বীর —
আমি চির -উন্নত শির।

****

(কবি নজরুল ইসলাম রচিত কবিতাটির প্রথম স্তবক)

প্রণমি তোমারে নাথ -

শ্রী রমাপ্রসন্ন দত্ত

রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্বপ্নে জাগরণে, মননে, আচরণে, চিন্তনে, দর্শনে বিরাজিত। বিশ্ব সভার মহান কবি বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ কবি, এমন হাজারো বিশেষণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মহান না করেই আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সবকিছুতেই মিশে আছেন তাঁর অপার সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে। আমাদের আবেগে, বোধে, সংবেদে, চেতনায়, ভালবাসায়, বিপন্নতায়, উৎসাহ-উদ্দীপনায় চরমতম বিপর্যয়ে কিংবা অসহায় মুর্হুতে রবীন্দ্রনাথ গভীর মননে আশ্রয়ের পরশ বুলিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গান আমাদের বার বার অন্ধকার থেকে আলোর পথে, ধ্বংস থেকে নির্মাণের পথে পা ফেলার নির্দেশনা দেয়।

উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেও তাই রবীন্দ্রনাথ

আজ একুশ শতকে এসে যেন আরও অধিক মহিমায় বাঙালির চেতনায় ঠাঁই করে নিচ্ছেন। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে প্রত্যেকটি বাঙালির সঙ্গে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এই থাকা জন্ম কিংবা মৃত্যুদিন দিয়ে নয়। প্রত্যেক বাঙালিকে তার হতাশায় বা সফলতায় গাইতেই হয় রবীন্দ্রনাথের গান। সংগ্রাম আর আনন্দে বাঙালী বার বার ফিরে যায় রবীন্দ্রনাথের কাছে। রবীন্দ্রনাথ শুধুই রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন মানেই বাঙালির আত্মপরিচয়ে প্রত্যয়োদ্দীপ্ত হওয়া, আগামীর পথে চলার পাথেয় অর্জন করা।

'আজি হতে সার্ধ-শতবর্ষ' আগে যে মহান ব্যক্তিত্ব নিজের জন্মদিন তার মৃত্যুদিনকে একাসনে বসিয়ে বলতে পেরেছিলেন -

"আজ মম জন্মদিন
সদাই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুবদিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে"

প্রবীণ নিগ্রহ

অশোক রঞ্জন ধর

দেখা যায় যে সমাজে যখন দুষ্কৃতি বৃদ্ধি পায় তখন সর্বাগ্রে ও সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয় সমাজের দুর্বলতর অংশ যার মধ্যে পড়ে শিশু, নারী ও প্রবীণরা। এদের মধ্যে আবার প্রবীণরাই নির্যাতিত হয় বেশী কারণ এরা প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে অক্ষম ও সরব নয়।

প্রবীণ নিগ্রহকে নিম্নোক্ত রূপে ভাগ করা যায়। (১) শারীরিক (২) মানসিক (৩) আর্থিক (৩) উপেক্ষা, (৫) যৌন নির্যাতন।

নিগ্রহের প্রকৃতি ও ধরণ বিশ্লেষণ করে প্রবীণ নিগ্রহের যে কারণগুলি পাওয়া যায় তা হলো — (১) দারিদ্র (২) একগুয়ে মনোভাব / রুক্ষ আচরণ, (৩) অক্ষমতা / অসুস্থতা, (৪) নির্ভরশীলতা, (৫) সম্পত্তি হস্তান্তরে অনিচ্ছা, (৬) অন্যান্য অবস্থার চাপ।

বর্তমানে অণুপরিবারের যুগ হলেও বৃদ্ধ/বৃদ্ধারা তাদের পরিবারে সন্তান সন্ততিদের মধ্যে থাকতে চান এবং আমাদের দেশে তারা (প্রায় ৯৫ শতাংশ) তাই থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই নিগ্রহ কারীরা খুব কাছের মানুষ এবং প্রিয়জনই হয়। যেমন, (১) জীবনসঙ্গী / সঙ্গিনী (২) পুত্র-পুত্রবধূ (৩) কন্যা-জামাতা, (৪) নাতি-নাতনী, (৫) অবশ্যই কিছু অনাত্মীয়।

প্রবীণ নিগ্রহ সমাজে ছিল, আছে, এবং থাকবেও এই নিগ্রহ / অবমাননা রোধ করতে জন-মানসে সচেতনতা গড়ে তুলতে ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন ২০০৬ সালে ১৫ই জুন দিনটিকে "বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস" হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিরোধ কল্পে এবং তাদের কিছু সুবিধার্থে ভারত-সরকার "পিতা-মাতা এবং বয়স্ক নাগরিকগণের ভরণ পোষণ এবং কল্যাণমূলক আইন, ২০০৭ 'প্রণয়ন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ১২ই জানুয়ারী ২০০৯ থেকে আইনটি কার্যকরী হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী ঃ- পিতা-মাতা ও পরিবারের বয়স্কদের দেখভাল ও সুরক্ষা অর্থাৎ তাদের ভরণ-পোষণ চিকিৎসা, বিনোদন পূরণের দায়ভার সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের নিতে হবে।

- সন্তান-সন্ততি বলতে প্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র, কন্যা নাতি ও নাতনীদের বোঝায়।
- পিতা-মাতা অর্থে পিতা বা মাতা যারা রক্ত সম্পর্কিত কিংবা দত্তক গ্রহীতা পিতা বা মাতা, বৈমাত্রেয় পিতা বা মাতা এবং তাঁরা বয়স্ক নাও হতে পারেন।
- আত্মীয় বলতে নিঃসন্তান প্রবীণের আইন সঙ্গত সাবালক উত্তরাধিকারীকে বোঝায় যিনি সম্পত্তি ভোগ করছেন বা করবেন।
- বয়স্ক বা প্রবীণ বলতে ৬০ বৎসর বা তদুর্দ্ধ ভারতীয় নাগরিককে বোঝায়।
- পিতা-মাতা / বয়স্ক ব্যক্তি নিজের ভরণপোষণে অসমর্থ হলে এই বিষয়ে গঠিত ন্যায় পীঠে (Tribunal) আবেদন করতে পারেন। পিতা-মাতা, বয়স্ক ব্যক্তি নিজে বা তাঁদের পক্ষে নিয়োজিত প্রতিনিধি এই আবেদন করতে পারেন এবং কোন প্রকার কোর্ট ফি বা অর্থ দিতে হবে না।
- আবেদন গ্রহণ এবং নোটিশ দেবার ৯০ দিনের মধ্যে ন্যায়পীঠ আবেদনের প্রেক্ষিতে কেসের ফয়সালা করবেন। বিশেষ কারণ বশতঃ এই সময়সীমা মাত্র একবার ৩০ দিন পর্যন্ত বাড়াতে পারেন।

● চূড়ান্ত রয়ের পূর্বে প্রয়োজনে ন্যায়পীঠ মাসিক খোর-পোশের জন্য মধ্যবর্তী আদেশ দিতে পারেন।

● পিতা-মাতা বয়স্ক নাগরিকের যদি বসবাসের স্থান না থাকে বা গৃহ থেকে বহিস্কৃত হয়ে থাকেন তবে বিচার-চলাকালীন অবস্থায় বা নিষ্পত্তিকালে কোন বৃদ্ধাবাসে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করতে পারেন।

● ন্যায়পীঠ ভরণ-পোষণের মাসিক ভাতা সর্বাধিক দশ হাজার টাকা প্রদানের আদেশ দিতে পারেন।

● ভরণ-পোষণ ন্যায়পীঠ (Maintenance Tribunal)

পঃবঙ্গে এই বিষয়ে মহকুমা ভিত্তিক ন্যায়পীঠ গঠিত হয়েছে। এর বিচারক হবেন মহকুমা আধিকারিক। কলকাতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন থানা-ভিত্তিক ২টি ন্যায়পীঠে গঠিত হয়েছে।

● আপীল ন্যায়পীঠ

কলকাতা ছাড়া প্রতি জেলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপীল ন্যায়পীঠের বিচারক হবেন। কলকাতার ক্ষেত্রে আপীল ন্যায়পীঠের বিচারক হবেন Commissioner of Disabitities, West Bengal

● পিতা-মাতা, বয়স্ক নাগরিক বা তাঁদের পক্ষে নিয়োজিত প্রতিনিধির আপীলের জন্য কোন কোর্ট-ফী বা অন্য কোন ফী বা কোন অর্থ দিতে হবে না। আপীল আবেদন প্রাপ্তির ১ মাসের মধ্যে ন্যায়পীঠ আপীলের মীমাংসা করতে সচেষ্ট হবেন।

● ন্যায়পীঠ বা আপীল ন্যায়পীঠে কোন পক্ষের হয়েই কোন আইনজ্ঞ তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না।

● রাজ্য সরকার প্রতি জেলায় কমপক্ষে ১৫০ জন বয়স্ক নাগরিকের জন্য একটি বৃদ্ধাশ্রম স্থাপনের চেষ্টা করবেন।

● বয়স্কদের চিকিৎসার জন্য রাজ্য সরকারকে সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

● বয়স্ক নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

● রাজ্য সরকারকে এই আইনটির ব্যাপক প্রচারের কথা বলা হয়েছে।

প্রবীণ বন্ধুদের অনুরোধ করছি প্রয়োজনে এই আইনটার সাহায্য নিতে। নিজের আত্মজ / আত্মজাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া যদিও কঠিন, তবু নিজেকে বাঁচাতে লড়াই করতেই হবে। নির্যাতন / নিগ্রহ / অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ অবশ্যই করতে হবে।

২৫শে বৈশাখ ১৪২৪ (৯ই মে ২০১৭) মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিবরণ।

২৫শে বৈশাখ ১৪২৪ (৯ই মে ২০১৭) মঙ্গলবার বিকাল ৫.৩০ মিনিটে শ্রীমতি প্রভাতী খাস্তগীর-এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আপনারা জানেন আর্থিকভাবে দুর্বল প্রবীণ শ্রমজীবি মানুষের সহায়তা দানের লক্ষ্য নিয়ে আমরা এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জয় ইউনিয়ন মাসিক ১টাকার বিনিময়ে এই বাড়ীটি বেথুন ইনস্টিটিউটকে প্রদান করেছে। আমরা প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে রংকলে কো-অপারেটিভের বাড়ীতে ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছি। সেখানে ডাক্তারবাবুরা বসেন, ফিজিওথেরাপি সেন্টার খোলা হয়েছে, তাছাড়া গত ২রা মে বকুল দত্ত মেমোরিয়াল আকুপাংচার ইউনিট খোলা হয়েছে। আপনাদের সহায়তাই এগুলো চলছে। ইতিপূর্বে আমরা একটি Digital X-Ray Machine বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, কিন্তু আর্থিক অসুবিধার কারণে এটি করা হয়ে উঠছে না। এবিষয়ে আপনারা সকলে সাহায্য করলে একাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা যেতে পারে। বাঁশদ্রোণীতেও আমাদের একটি ক্লিনিক চলছে, সেখানে হোমিও ও অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার বসেন। প্রবীণ ব্যক্তিদের বিনোদনের লক্ষ্যে আমরা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। আজ ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন অধ্যাপক শ্রী অংশুতোষ খান, বাংলাদেশের প্রাক্তন সাংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা শ্রী মাজহারুল হক শাহ চৌধুরী, সহ-সভাপতি

শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য। তাছাড়া সঙ্গীতানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

শ্রী অংশুতোষ খান বলেন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা করা কঠিন বিষয়। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের আদর্শ। তিনি একাধারে কবি, লেখক, সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ কোন বিষয়ে তাকে বাদ দেবেন। তিনি আমাদের জন্য যে সম্পদ রেখে গেছেন তার সঠিক মূল্যায়ণ আমরা করতে শিখিনি। বিশেষ ধর্মের গন্ডি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। তিনি আমাদের জন্য বিশ্বভারতী উপহার দিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথ সমাদৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বই-এর অনুবাদ করা হয়েছে। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভাজন করে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সামাজিক চেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ আমাদের তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলা প্রয়োজন। তিনিই রাখী বন্ধন উৎসবের প্রবর্তক।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রাক্তন সাংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা শ্রী মাজহারুল হক শাহ চৌধুরী। তিনি উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আমরা বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্মরণ করি। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' - এটা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। স্বাধীনতা যুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর গান, তাঁর লেখা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের মনোবল বৃদ্ধি করেছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যসূচীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলা অ্যাকাডেমিতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণা করা হয়। সবশেষে তিনি বলেন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত যেভাবে সাহায্য করেছে তার জন্য আমরা ভারতবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ।

শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য বলেন অংশুতোষবাবু খুব ভাল বলেছেন। প্রতিবছরই সংস্থার পক্ষ থেকে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে সাহিত্য ও কবিতা রচনা করে গেছেন। বাঙ্গালীর জাতীয়তা বিকাশে তাঁর অবদানের কথা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রার্থনা করেননি। সবসময় দাবী করেছেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। রবীন্দ্রনাথ আজও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আমরা মাঝে মাঝে এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি এবং আপনাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সংস্থার কাজকর্ম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি প্রভাতী খাস্তগীর। শ্রী সঞ্জয় চৌধুরীর মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা করেন শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী। তিনিও সংস্থার কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

২৬শে মে ২০১৭ শুক্রবার রায়নগর বাঁশদ্রোনীতে অনুষ্ঠিত নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিবরণ।

শ্রী গৌতম চ্যাটার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। তিনি উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং বলেন অদ্যকার অনুষ্ঠানে বক্তা হিসাবে অধ্যাপক ডঃ বিশ্বজিৎ গুহ এবং ১১১নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা শ্রী চয়ন ভট্টাচার্যের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। শারীরিক অসুস্থতা ও পারিবারিক অসুবিধার কারণে তারা উপস্থিত হতে পারেন নি। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য। তিনি নজরুলের জীবনের উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা গল্পের মাধ্যমে উল্লেখ করেন। তিনি সাম্যবাদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আমাদের কাছে

আজও প্রাসঙ্গিক। শ্রী অজিত কুমার বর্মন নজরুল ইসলামের কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পরে সঙ্গীত পরিবেশন শ্রীমতি অর্চনা ভাদুড়ী ও ডাঃ কৃষ্ণার্জ্জুন মুখার্জী। সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্রের ধন্যবাদ জ্ঞাপন-বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক শ্রী দেবেশ মিত্র।

নববর্ষ

সুনীত ঘোষ মজুমদার

পুরাতন যত জীর্ণ মলিন ভাবনা
কষ্ট পাওয়া অনুভূতি ও ঘটনা।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল আমার চারপাশে
নব উদ্যমে, আজ নূতন বরষে করেছি বিদায় তাদের
পাল ভাঙ্গা হাওয়া যদি এসে যায়
যদি ঢেউ ওঠে জলেতে, মোকাবিলার তরে করেছি
নিজেরে সজাগ।
ভাবি মনে মনে নূতন বর্ষে হবে কি স্বপ্নপূরণ?
না বলা অনেক কথা, নিরবে কি শেষ হবে?
চাপা দেওয়া অনেক আগুন, নিভিবে কি চিরতরে?
আজি এ প্রভাতে করি আহ্বান জ্বালিতে মঙ্গল দীপ
বর্ষ বরণে, নবীন, প্রবীণ এক জোট হয়ে বলিবে যখন
শুভ নববর্ষ, বলিবে মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

মৃত্যুঞ্জয়ী আমি

মৃণাল দত্ত

জন্ম থেকে যে সত্য চির জাগরূক
মৃত্যু তার নাম।
যে শরীর দীর্ঘ সময়
লালিত ছিলো যত্নে-অযত্নে, এইবার
মৃত্যু নিয়ে যাবে তারে
চিতার অনলে
কবরের অন্ধকারে।
নাকি অমরত্ব দিয়ে যাবো
আমার শরীর?
শরীরী মৃত্যুকে জিতে নিয়ে
জীবনের প্রাণিত দেহে
আমার চোখ
আমার অস্থি
জাগর স্বপ্ন নিয়ে থেকে যাবে
এই পৃথিবীর আকাঙ্খিত
আলোতে বাতাসে?
সেই হোক তবে —
মৃত্যুর কুটিল ফাঁদে
দেবোনা অস্থি মজ্জা। ছিন্ন করি
সংস্কারের প্রাচীন পাষাণ
আমার শরীর চিরজীবী হোক
প্রার্থিত জীবনে।
মৃত্যুকে হারিয়ে
মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে যাবো আমি।।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৯.০৭.২০১৭ শনিবার ১২তম বাৎসরিক সাধারণ সভা সংস্থার কার্যালয়ের দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে বিকেল ৫টায়। সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

-ঃ আলোচ্য সূচী ঃ-

১। ১১তম বার্ষিক সভার বিবরণী।
২। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ২০১৬-১৭।
৩। ২০১৬ - ১৭ আর্থিক বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব।
৪। পরবর্তী বছরের পরিচালন কমিটি গঠন।
৫। পরবর্তী বছরের হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ।
৬। পরবর্তী বছরের কর্মসূচীগ্রহণ।
৭। বিবিধ।

ধন্যবাদান্তে
দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

-ঃ সম্পাদকীয় ঃ-

প্রিয় বন্ধু ও সাথীগণ, আশা করি পরিবারের সবাই মিলে কুশলে আছেন। গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে সবাই খুব অস্বস্তিতে নিশ্চয়ই আছেন। প্রকৃতির রুদ্ররোষ সহ্য করতেই হবে। তবে সুস্থ থাকতে সাধারণ নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে।

ইতিমধ্যে ৯ই মে আমাদের মূল কার্য্যালয়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসব এবং ২৬শে মে বাঁশদ্রোনী শাখা কার্য্যালয়ে বিদ্রোহী কবি নজরুলের জন্ম-জয়ন্তী পালিত হয়েছে।

আগামী ১৫ই জুন বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার সচেতনতা দিবস। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রবীণরা নিজের পরিবারের প্রিয়জনের দ্বারাই বেশী নির্যাতিত হন। প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের সবিনয়ে বলি যারা আপনাদের সুখে রাখার জন্য প্রাণপাত করেছেন সেই পিতৃ প্রজন্মকে একটু সুখে ও আনন্দে রাখতে তাদের প্রতি ধৈর্যশীল ও যত্নশীল হবেন। প্রবীণ বন্ধুরাও পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন - সহনশীল হবেন। তবে নির্যাতিত হলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করবেন। প্রয়োজনে প্রতিবেশীদের ও স্থানীয় প্রশাসন ও আইনের দ্বারস্থও হতে পারেন।

প্রবীণদের সুরক্ষার্থে সরকারী প্রশাসনকেও এগিয়ে আসতে হবে। আর দেরী না করে প্রবীণদের জন্য রাজ্যনীতি প্রনয়ন, নিঃসহায়দের জন্য বার্ধক্য ভাতা, সুরক্ষা বিষয়ক আইনগুলির ব্যাপক প্রচার, স্বল্পমূল্যে / বিনামূল্যে (প্রয়োজনে) চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি সরকারের সহৃদয় হস্তক্ষেপ অবিলম্বে প্রয়োজন।

সংস্থার সদস্যপদ যদি ইতিমধ্যে নবীকরণ না করে থাকেন তবে অবশ্যই করিয়ে নেবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। আসুন সবাই ভাল থাকি - আনন্দে থাকি।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকা
		পূর্বে প্রকাশিত অনুদান	৩,৭৮,০৬৯.০০
২০৬)	শ্রীভবতোষ দাশ	সি-২৪ কাটজুনগর, কলিকাতা - ৭০০ ০৩২	৫০০.০০
২০৭)	শ্রী সমর কুমার পোদ্দার	৬/১/২ এন.এস.সি. বোস রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০৪০	৫০০.০০
২০৮)	শ্রীমতি আভা বসু	২০৪ সুবোধ পার্ক, কলিকাতা - ৭০০ ০৭০	১০০.০০
		মোট-	৩,৭৯,১৬৯.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in